পাহাড় পর্বতে বাঙালি নারী (৫ম পর্ব)

মীর শামছুল আলম বাবু

[বাংলাদেশের বিশিষ্ট পর্বতারোহী মীর বাবু একটি বিশেষ কাজ করেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। তিনি পর্বতারোহণে বাঙালি নারীদের নিয়ে ছোটখাট একটি সাতকাহন প্রকাশ করেছিলেন সোনারপুর আরোহী'র কোনও এক বাৎসরিক সংখ্যায়। নানা নিরিখে গুরুত্বপুর্ণ ওই লেখাটি ই-ম্যাগের পাতায় পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। তবে এবারে লেখাটির খানিক সম্পাদনা, খানিক সংযোজনের প্রয়োজন পড়েছে। দীর্ঘ কাহিনী, তাই অন্যূন চারটি পর্বে চলবে এরকম ভেবেছিলাম আমরা; কিন্তু এখন রচনার ক্রমবর্দ্ধমান পরিসর দেখে পর্বসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুগ্রহ করে দেখবেন, একটি সংখ্যাও যেন মিস না হয়। এবারে প্রকাশিত হ'ল পঞ্চম পর্ব।]

পর্বতারোহণে পদ্ধতিগতভাবে একদা প্রশিক্ষণরত ৮-ম বাংলাদেশের মেয়ে আইরিন পারভীন বিনতে ফারুক (জন্ম ১১ এপ্রিল ১৯৮৩)'হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট'-এর বেসিক কোর্স পুরোপুরি সমাপ্ত করতে না পারলেও হাইঅল্টিচ্যুড ট্রেকিং-এ আছেন নিয়মিত।

এদের পর ২০১৬ সালের মে মাসে একসাথে পাঁচ মেয়ে যায় উত্তরকাশিতে (ভারত) 'নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং'-এ বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য।ওরা 'বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড ট্রেকিং ক্লাব'-এর সদস্যা - বিবি খাদিজা, ইফফাত ফারহানা তান্নি, রেশমা নাহার রত্না, ফৌজিয়া আহমেদ রিনি ও শায়লা পারভীন বীথি। সকলেই সাফল্যের সাথে প্রাথমিক পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণশেষ করে। কোর্সে যাবার আগে এদের সবারই দেশের পাহাড়ে ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। অন্য দুজন – ফৌজিয়া আহমেদ রিনি ও শায়লা পারভীন বীথি ২০১৫ সালের অক্টোবরে নেপালের 'কেয়াজুরি' পর্বতের বেসক্যাম্প পর্যন্ত ট্রেকিং করেছিল।

প্রশিক্ষণ পর্বের পর 'শায়লা পারভীন বীথি' (জন্ম পিরোজপুর, ১৬ মার্চ ১৯৯২) 'বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড ট্রেকিং ক্লাবের অভিযানে ২০১৬-এ ১৫ অক্টোবর 'মেরা পর্বত' (৬,৪৭৬ মিটার) চূড়ায় পৌছয়। পরের বছর ২০১৭-এর অক্টোবরে মানাসালু সার্কিট ট্রেকিং সম্পন্ন করে ও 'লারকে পিক' অভিযানে হাই ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছয়। ২০১৮ সালের মে মাসে 'মাউন্ট লাকপা রি' (৭,০৪৩ মিটার) আরোহণ করে। ২০১৯-এ মে মাসে নেপাল হিমালয়ের 'তাসি লাপচা পাস' অতিক্রম করে ও 'মাউন্ট ফার্চামো' অভিযানে অংশ নেয়। কোভিড পরবর্তীসময়ে ২০২১ নভেম্বরে ক্লাব ছেড়ে নিজস্ব অভিযানে হিমালয়ের থ্রি পাস ট্রেকিং ও 'আইল্যান্ড পিক'(৬,১৬০ মিটার) সামিট সম্পন্ন করে। নিশাত, ওয়াসফিয়া, মৃদুলাদের পরে এই শায়লা বীথি-কে বংলাদেশের আগামী এভারেস্ট অভিযাত্রী নারী বলা যায়।

পঞ্চকন্যার আরেকজন নড়াইলের সন্তান 'রেশমা নাহার রত্না' (জন্ম চট্টগ্রাম, ২৮ মে ১৯৮৭) প্রথমবার বেসিক কোর্স সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করতে না পারায় নিজ-ক্লাবের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং এককভাবে পর্বতারোহণ শুরু করে। ৩০ মে ২০১৮, আফ্রিকার 'মাউন্ট কেনিয়া'র লেনানা পয়েন্ট (৪৯৮৫) আরোহণ করে। পরের বছর (২০১৯) মে-জুন মাসে 'নেহেরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং' থেকে সমাপ্ত করে 'অ্যাডভান্স কোর্স'। সেবছরই আগস্টে ভারতের লাদাখ হিমালয়ের 'স্টোক কাংড়ি' (৬১৫৩) ও 'কাংইয়াৎ সে-২' (৬২৫০) আরোহণ করে। রত্নার আরও অনেক দূর যাওয়ার কথা ছিল, সে ভেবেওছিল। কিন্তু ২০২০

সালের ৭ আগস্ট সকালে ঢাকার রাস্তায় সাইক্লিং করার সময় এক দুর্ঘটনায় পড়ে। রত্না দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মারা যায়।

কোন ক্লাবে যুক্ত না হয়েও পর্বতারোহণে এগিয়ে আসা 'আমাতুন নুর মৃদুলা' হ'ল সবচেয়ে কম বয়সী নারী। ফেনীর পরশুরামের আবু হেনা ও ফরিদা আক্তার দম্পতি'র একমাত্র কন্যা সন্তান মৃদুলার জন্ম ১০ জানুয়ারি ১৯৯৫। মেডিক্যাল শিক্ষার্থী থাকাকালীন (২০১৬ অক্টোবর) সে প্রাথমিক পর্বতারোহণ প্রশিক্ষন নেয় 'অটল বিহারী বাজপেয়ি ইন্সটিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং এন্ড এলাইড স্পোর্টস' (মানালি) থেকে। ২০১৭-য় সে সরাসরি অংশ নেয় এভারেস্ট' অভিযানে। 'এয়ারক্যাডেট' ও 'স্কুবাডাইভিং' করা মৃদুলা ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতাদিবসে কাঠমান্ডু রওনা দেয় এবং 'অরুন ট্রেক এন্ড এক্সপিডিসনলিঃ' এর আয়োজনে এভারেস্ট অভিযান শুরু করে। সঙ্গীর মৃত্যু, নিজের শেরপার অসুস্থতা ও কম অভিজ্ঞতার জন্য 'ক্যাম্প-২' পর্যন্ত যাওয়ার পর তাকে অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফেরত আসতে হয়। পরের বছর (৪ মার্চ ২০১৮) আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চতম পর্বত 'কিলমাঞ্জারো' (৫৮৯৫) ও আগস্টে ভারতীয় হিমালয়ের 'মাউন্ট ইউনাম' (৬১১১) সামিট করে। ২০১৯-এর ৮ ডিসেম্বর সে জয় করে আর্জেন্টিনার 'মাউন্ট বনেট' (৫০০৪)। মৃদুলা থেমে নেই।

২০১৮-এর অক্টোবর-নভেম্বরে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিংয়ের জন্য সেই উত্তরকাশির NIM-এ যায় আরও দুই বাংলাদেশের কন্যা। ইফতেসা মুন ফেরদৌস অরুনী (জন্ম ৯ জুলাই ১৯৮৯) ও ইয়াসমিন আক্তার লিসা (জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯৯৩)। ওই ইনস্টিটিউটের ২৫৫ নং বেসিক কোর্সটি সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করলেও এরপর পর্বতে ওদের কোনও আনাগোনা নজরে আসেনি।

বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শেষ নারী পর্বতারোহী জয়নাব শান্ত। পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়নাব বিনতে হোসেন শান্ত'র জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ে কোয়ান্টামের শিক্ষা সফরে বান্দরবনের লামায় গিয়ে পাহাড়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে। ২০১৬-য় তার প্রথম হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকিং দার্জিলিংয়ে, সান্দাকফু-ফালুটে। ২০১৭-য় 'কিন্নর কৈলাস' 'হামতা পাস' ও 'চন্দ্রতাল' ট্রেকিং করে। ওই সময়েই সে 'অল্টিচ্যুড হান্টার' নামে একটি দল গঠন করে অন্য কয়েকজনের সাথে। ২০১৮ সালে 'রূপকুন্ড' ও 'স্টোক কাংড়ি' (৬,০৭০) অভিযান। ২০১৯ সালের এপ্রিলে নেপালের লাংটাং হিমালয়ের 'ইয়ালা পিক' (৫,৫০০) ও আগস্টে 'মারখা ভ্যালি ট্রেকিং' ও 'কাংইয়াৎসে – ২'-এর বেসক্যাম্প ট্রেকিং করে। মাঝে মে-জুনে NIM-এ বেসিক মাউন্টেনিয়ারিংয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর কোভিড পরবর্তী সময়ে নেপালের খুম্ব হিমালয়ের 'ফার্চামো' (৬,২৭৩) পর্বত অভিযান। দু-বার চেষ্টার পর খুব কাছাকাছি পৌঁছেও অসফল। তারপর পরিকল্পনা পাল্টে নতুন গন্তব্য নির্ধারন করে 'লবুচে' (৬.১১৯) পিক এবং ১ নভেম্বর ২০২১ এ জয়নাব শীর্ষে পা রাখে, লাল-সবুজ জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। এখন পরিকল্পনা নতুন অভিযানের।

সালমা খাতুন আর একজন অ্যাডভেঞ্চার প্রেমী। ২০০৬ থেকে সে হিমালয়ের সাথে জড়িত। তার ঝুলিতে বেশ কিছু হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকিং ও পর্বতাভিযানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নামী পর্বতারোহণ ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বতের শিখরেও পৌঁছেছে। তবে সালমা একটু নিভৃতে থাকতে চায়, প্রচারের আলো পছন্দ করে না।

যাদের কথা বলা হ'ল তারা ছাড়াও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নারী পর্বতারোহণের পথে হেঁটেছেন। যেমন, শাফিনা শেহনাজ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শফি মোহাম্মদ মেহমদু এবং সালমা শফির কন্যা শফিনা

(২৮) ২০০৭-এ ২৫ মে আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চতম পর্বত মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো সামিট করে। বাংলাদেশের স্নাতক, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া থেকে এমবিএ পাশ করে বর্তমানে গোল্ডম্যান সাক্সে কর্মরত। ছোটবেলা থেকে অ্যাডভেঞ্চারে আগ্রহী শফিনা রোমাঞ্চকর কিছু করার মানসে পর্বাতারোহণকে বেছে নেয়। ২০০৭ সালের মে মাসে ১০ জন সঙ্গীসহ (বেশির ভাগই মার্কিনী) আফ্রিকার তাঞ্জানিয়া পৌঁছয়। ওদের লক্ষ্য ছিল কিলিমাঞ্জারো। অভিযান শুরু হয় ১৯ মে। ২৪ মে বিকালে সমিট ক্যাম্প; রাত ১২-টায় শুরু হ'ল সামিট পুশ। দীর্ঘ ছ'ঘণ্টা আরোহণের পর ২৫ মে ভোরের সূর্য যখন উকি দিচ্ছে, শফিনা শেহনাজ পৌঁছে গেল কিলিমাঞ্জারো শিখরে। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে এই প্রথম একজন হিমালয়ের বাইরে কোনও পর্বত জয়ের ইতিহাস রচনা করল।

২০০৮ নভেম্বরে নর্থ আলপাইন ক্লাবের আয়োজনে পাঁচ পুরুষ অভিযাত্রীর সাথে যোগ দেয় আফরিন খান দীপা 'টিম এক্সট্রিম'-এর পক্ষ থেকে। ওর মেজর ট্রেকিং অভিজ্ঞতা ছিল। দলটি 'লাংসিসা রি' (৬,৪২৭) অভিযানে গেল। ওদের তিনজন ৬৩১১ মিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও আফরিন বেসক্যাম্পের পূর্বে লাংসিসা খড়কা (৪,১০০) থেকে অসুস্থতা হেতু ফিরে আসে।

বাংলাদেশের একটি পর্বতারোহন ও এডভেঞ্চার প্রশিক্ষণ সংগঠন 'রোপ ফোর' এর প্রতিযোগিতামূলক 'মিশন হিমালয়া ২০১৯'-এ বিজয়ী হিবা শরাফউদ্দিন পুরস্কার হিসেবে নেপালে যায় এবং মোহাম্মাদ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে অন্য তিন সঙ্গীর সাথে ২৯ মে লাংটাং হিমালয়ের 'ইয়ালা পিক' (৫,৫২৫) শীর্ষে পৌঁছয়। আগের বছর একই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে সাদিয়া শারমিন একই পিকে অভিযানে গিয়ে ল্যাংটাং গ্রাম পর্যন্ত গিয়েছিল।

কেনিয়ায় ২০১২ থেকে বসবাসরত কুষ্টিয়ার মেয়ে জুলিয়া পারভীন (৪০) তার স্বামী ময়মনসিংহের মোহাম্মাদ শরীফুল আলম (৪৬)-এর সাথে ২০২২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় বিকেল ৫:৩০-এ আরোহণ করেন মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো (উহুরু পয়েন্ট, ৫,৮৯৫ মিটার)। এখন তাদের পরিকল্পনা যুগল হিসেবে সেভেন সামিট সম্পন্ন করা।

এছাড়া সরাসরি কোনও পর্বতাভিযানে অংশ না নিলেও বদরুন্নেসা রুমা, জেসমিন আলী, হাবিবা আফরিন চৌধুরী স্নিগ্ধা, মেহেরুন্নেসা ফারুকী পিংকি, আনিকা হক, তারান্নুম আলী নিবিড়, তাহলিমা রুহি, লোরা খান, তানজিনা মিতি, তাসলিমা ফাইজা ফরিদ, রুমানা আমিন, ইলোরা আমিন, হানিউম মারিয়া রাকা, জিনিয়া রহমান, মুনিরা নওরোজ সেতু, মারুফা হক, সুখি সুলতানা, পারভিন রেখা, মাহজাবিন ফেরদৌস প্রভা, প্রজ্ঞা নওসীন প্রমুখ সম্পন্ন করেছেন ভারত ও নেপালের বিভিন্ন হাই অল্টিচ্যুড ট্রেকিং - এভারেস্ট বেসক্যাম্প, অন্নপূর্ণা সার্কিট,ইত্যাদি। এইসব সাহসী ললনাদের নিয়েই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশের নারীদের পর্বতারোহণ ও অতি উচ্চতায় ট্রেকিং-সহ নানা অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রম, যা নানাভাবে অবদান রাখছে দুই বাংলা এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রমিলাদের পর্বতারোহণে। হ্যাঁ, অনেক কথা বাকি রয়েছে। কথাগুলো না বললেই নয়। অগত্যা আগামী সংখ্যায়...

[চলবে]